দৈনিক ইনকিলাব

২২৮

তারিখ ... OCT. 1 0 1999
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

ছাত্র শিবির ও ছাত্র লীগের পরস্পরবিরোধী রণসজ্জা

চট্টগ্রাম ভার্সিটি ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল-পাল্টা দখলের দুই চরম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ইসলামী ছাত্র শিবির ও মুজিববাদী ছাত্র লীগের পরস্পরবিরোধী রণসজ্জায় ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতি ঠেকাতে শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুসারে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ভার্সিটি রেল স্টেশনসহ এক নম্বর সড়ক ও দুই নম্বর সড়ক এলাকায় সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ থাকবে। গতকাল (শনিবার) সকাল থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার সোহরাওয়ার্দী হলে হামলা ও শিবির, ছাত্র লীগ সংঘাতের ঘটনা তদন্তে উক্ত হলের প্রভোস্ট ডঃ শরফুদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী হলে ছাত্র লীগের সশস্ত্র হামলা ও ২৪ জন নেতা-কর্মী আহত করার প্রতিবাদে গতকাল (শনিবার) বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উক্ত ধর্মঘট

৩-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম ভার্সিটি ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

কার্যত হরতালের রূপ নিয়েছিল।

ছাত্র-শিক্ষক বহনকারী কোন বাস চলেনি। ক্যাম্পাস অভিমুখী প্রথম শাটল ট্রেনটিও বটতলা স্টেশনে শিবির কর্মীরা আটকে দেয়। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় কিছুসংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা শহর থেকে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয়নি। বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষাও হতে পারেনি। প্রশাসনিক কার্যক্রমও ব্যাহত হয়। ধর্মঘট চলাকালে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের একটি সভা শিবির ঘেরাও করে। শিবির নেতৃবন্দ সেখানে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে একাডেমিক শাস্তি গ্রহণের দাবী জানান।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল-সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া না হলেও ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী এই নিষেধাজ্ঞাকে ভাইস চ্যান্সেলরের স্বেচ্ছারিতা ও স্বৈরাচারিতা বলে মন্তব্য করে বলেন, ছাত্রলীগ এই নিষেধাজ্ঞা মানবে না। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে বাস চালুসহ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী আদায়ের আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

শিবিরের সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু প্রায় অভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, মিছিল-সমাবেশের মত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা শিবির কখনো মেনে নেবে না। গতকাল শিবিরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ধর্মঘটের সমর্থনে সকালে শিবির ক্যাম্পাসে খণ্ড খণ্ড মিছিলের আয়োজন করলে পুলিশ বাধা দেয়। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শিবির কর্মীরা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। মুজিবুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মিছিল সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে প্রশাসন বাকশালী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তারা অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের আড়াল করার জন্যই কার্যত এই নিষেধাজ্ঞা। তারা অবিলম্বে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার দাবী করেন।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের প্রতিবাদ

ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ফেডারেশন সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞার তীব্র প্রতিবাদ জানান। জোটের নেতৃবৃন্দ আহসান কবীর বেঙ্গল, নুরুসাফা জুলাহাজ, রাহাত উল্লাহ জাহিদ, আবু সাঈদ সোহেল এবং আমীর আব্বাস এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, সন্ত্রাসীদের দমনে ব্যর্থ প্রশাসন রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার আড়ালে ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকারের কণ্ঠরোধ করতে চান। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বৃহস্পতিবারের ঘটনার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার দাবী করেন। অন্যথায় দুর্বার আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৪ সালে ছাত্রদল নেতা মুছা হত্যাকাণ্ডের পর ৬ মাসের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এরপর বর্তমান প্রশাসনের আমলে গত ৩ বছরে বেশ কয়েকবার সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেক নিষেধাজ্ঞাই কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

কয়েকদিন অবস্থা অবলোকনের পর ছাত্র সংগঠনগুলো প্রত্যেকবারই কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। কিন্তু প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। গতকাল ভিসি প্রফেসর মান্নান কর্তৃক ৭৩ অধ্যাদেশের ক্ষমতাবলে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

চাকসু ভিপি'র বিবৃতি

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সহিংসতায় চাকসু ভিপি নাজিম উদ্দীন এক বিবৃতিতে তীব্র নিন্দা জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র চলছে উল্লেখ করে তিনি এই ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য একজন পদস্থ উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ করে নাজিম উদ্দীন বলেন, যদি কোন সহিংসতায় ক্যাম্পাসে রক্ত ঝরে বা ভার্সিটি বন্ধ হয়ে যায় তার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও তার অনুচরদের বহন করতে হবে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে সরকার ও ভার্সিটি প্রশাসন ব্যর্থ হওয়ায় বর্তমান অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। চাকসু ভিপি নাজিম তার বিবৃতিতে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে অবিলম্বে চাকসু নির্বাচনের দাবী জানান। উল্লেখ্য, সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী।